বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশন

(আরচ্যারী বাংলাদেশ)

BAF

Kazi Rajib Uddin Ahmed Chapol
General Secretary
Bangladesh Archery Association

সূচী

		পৃষ্ঠা
১।	সংগঠনের নাম	০৩
২।	সংজ্ঞা সমূহ (২.১-২.২)	০৩
৩।	ফেডারেশনের সদর দপ্তর	০৪
৪।	প্রতিক চিহ্ন (মনোগ্রাম ও পতাকা)	০৪
৫।	ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (ক-ত)	০৪
৬।	ফেডারেশনের আওতাধীন সংগঠন (ক-চ)	০৫
৭।	ফেডারেশনের গঠন প্রণালী (৭.১-৭.৩)	০৬
৮।	সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা (৮.১-৮.৬)	০৭
৯।	সাধারণ পরিষদের মেয়াদ	০৭
১০।	সাধারণ পরিষদের সভা	০৮
১১।	সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম (১১.১-১১.২)	০৮
১২।	সাধারণ পরিষদের তলবী সভা	০৮
১৩।	তলবী সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি	০৯
১৪।	নির্বাহী কমিটি (১৪.১-১৪.৩)	০৯
১৫।	নির্বাহী কমিটির মেয়াদ	০৯
১৬।	নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা (১৬.১-১৬.২৫)	১০
১৭।	নির্বাহী কমিটির বৈঠক (১৭.১-১৭.৫)	১২
১৮।	ক্লাবের এফিলিয়েশন প্রদান/বাতিল (১৮.১-১৮.৪)	১২
১৯।	নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ পূরণ (১৯.১-১৯.৬)	১৪
২০।	সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য (২০.১-২০.৩)	১৫
২১।	সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৫
২২।	সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য (২২.১-২২.৩)	১৫
২৩।	যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৬
২৪।	কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য (২৪.১-২৪.২)	১৬
২৫।	পদত্যাগ	১৬
২৬।	ফেডারেশনের নির্বাচন	১৬
২৭।	গঠনতন্ত্র সংশোধন (২৭.১-২৭.২)	১৭
২৮।	গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা (২৮.১-২৮.৩)	১৭

বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র

১। সংগঠনের নাম ঃ

এই সংগঠনের নাম বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশন (BAF) সংক্ষেপে আরচ্যারী বাংলাদেশ।

২। সংজ্ঞা সমূহ ঃ

এই গঠনতন্ত্রের ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা সংজ্ঞা হিসাবে এই ধারায় বর্ণনা করা হইল।

২.১ সংজ্ঞা সমূহ ঃ

ক) 'কমিটি' বলিতে ফেডারেশন এর নির্বাহী কমিটিকে বুঝাইবে।

খ) 'কর্মকর্তা' বলিতে ফেডারেশন এর নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের বুঝাইবে।

গ) 'কোষাধ্যক্ষ' বলিতে ফেডারেশন এর কোষাধ্যক্ষকে বুঝাইবে।

ঘ) 'কর্মচারী' বলিতে ফেডারেশন এর কর্মচারীকে বুঝাইবে।

ঙ) 'কাউন্সিলর' বলিতে এফিলিয়েটেড দল সমূহ কর্তৃক সাধারণ পরিষদের জন্য মনোনীত প্রতিনিধিকে বুঝাইবে।

চ) 'নির্বাহী কমিটি' বলিতে ফেডারেশন এর ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটিকে বুঝাইবে।

ছ) 'পরিষদ' বলিতে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদকে বুঝাইবে।

জ) 'ফেডারেশন' বলিতে বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশনকে বুঝাইবে।

ঝ) 'সদস্য' বলিতে ফেডারেশন এর নির্বাহী সদস্যকে বুঝাইবে।

ঞ) 'সভাপতি' বলিতে ফেডারেশন এর সভাপতিকে বুঝাইবে, যিনি সাধারণ পরিষদেরও সভাপতি হইবেন।

ট) 'সাব-কমিটি' বলিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত সাব-কমিটিকে বুঝাইবে।

ঠ) 'সাধারণ পরিষদ' বলিতে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদকে বুঝাইবে।

ড) 'সিনিয়র সহ-সভাপতি' বলিতে ফেডারেশন এর সিনিয়র সহ-সভাপতিকে বুঝাইবে।

ঢ) 'সহযোগী সদস্য' বলিতে জাতীয় বা আন্তঃক্লাব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নাই এমন ক্লাব কর্তৃক সাধারণ পরিষদে মনোনীত সদস্যকে বুঝাইবে।

ণ) 'সহকারী সাধারণ সম্পাদক' বলিতে ফেডারেশন এর সহকারী সাধারণ সম্পাদককে বুঝাইবে।

২.২ গঠনতন্ত্রের কোন স্থানে উল্লেখিত সংজ্ঞার অভিব্যক্তির কোন লংঘন প্রতীয়মান হইলে নির্বাহী কমিটির সভায় পূর্ব নোটিশের মাধ্যমে উপরোক্ত সংজ্ঞার তাৎপর্য অনুযায়ী উপযুক্ত সংশোধন

করা যাইবে অথবা যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করা যাইবে। তবে এই ধরনের সংশোধন বা ব্যাখ্যা সাধারণ পরিষদের পরবর্তী বৈঠকে অবগতি ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

৩। ফেডারেশনের সদর দপ্তর ঃ

ফেডারেশনের সদর দপ্তর ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত হইবে। বাংলাদেশের সকল এফিলিয়েটেড আরচ্যারী ক্লাব/সংস্থা/সংগঠন/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই ফেডারেশনের আওতাভূক্ত থাকিবে।

৪। ফেডারেশনের চিহ্ন (মনোগ্রাম ও পতাকা) ঃ

টার্গেট পেপারের বৃত্তের উপরের অংশের প্রথম ও দ্বিতীয় দুইটি রেখার রং কালো, তৃতীয় রেখার রং নীল, চতুর্থ রেখার রং লাল হইবে এবং মাঝে হলুদ ও কালো গোল বৃত্ত হইবে। টার্গেট চিহ্নিত হলুদ ও কালো গোল বৃত্তটিতে বাম দিক থেকে তীর-ধনুক ও তার মাঝে বাংলাদেশ পতাকার রং লাল-সবুজের প্রতিকৃতি থাকিবে। টার্গেট চিহ্নিত কালো বৃত্তের ডান পার্শ্বে শুধুমাত্র ইংরেজীতে অর্ধ গোলাকৃতিতে বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশন (Bangladesh Archery Federation) লিখা থাকিবে। পতাকার ক্ষেত্রে ৫′ x ৩′ আকাশী নীল এবং গাড়ো নীল রং কাপড়ে সমন্বয় করিয়া তৈরী করিতে হইবে এবং মাঝ বরাবর বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশনের লোগো থাকিবে, যা মূল পতাকার চার ভাগের একভাগ হইবে।

৫। ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

ক) শিশু-কিশোর ও যুব সমাজকে আরচ্যারী ক্রীড়া শিক্ষাদান এবং দেশের জনসাধারণের মধ্যে আরচ্যারী ক্রীড়াকে জনপ্রিয় করিয়া তোলা।

খ) জনসাধারণকে নিরাপদভাবে ও দক্ষতার সাথে তীর-ধনুক ব্যবহার শিক্ষাদান করতঃ ব্যক্তি/পরিবার তথা জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

গ) ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের রূপরেখা অনুযায়ী গঠিত আরচ্যারী ক্লাব সমূহকে এফিলিয়েশন প্রদান।

ঘ) স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আরচ্যারী প্রতিযোগিতার আয়োজন, ব্যবস্থাপনা ও অংশগ্রহণ।

ঙ) আরচ্যারী এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা এবং যথাযোগ্য নীতিমালার ভিত্তিতে ক্লাবসমূহকে বরাদ্দ দেওয়া। উন্নতমানের আরচ্যার সৃষ্টি এই নীতিমালার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইবে।

ঙ) রাজধানী ও দেশের সকল অঞ্চলে আন্তর্জাতিক মানের আরচ্যারী মাঠ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

ছ) প্রতি জেলায় একটি করিয়া আরচ্যারী মাঠ তৈরীর ব্যবস্থা করা।

জ) জাতীয় দিবস সমূহে দেশব্যাপী আরচ্যারী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

ঝ) বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য দেশীয় আরচ্যারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান।

ঞ) আরচ্যারী ক্রীড়াবিদদের চারিত্রিক, মানসিক ও শারীরিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।

ট) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আরচ্যারী সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশনা মানিয়া চলা।

ঠ) আরচ্যারী ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, আলোচনা সভা প্রভৃতি আয়োজন করা।

ড) আরচ্যারী ক্রীড়া ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংক্রান্ত গ্রন্থ সমৃদ্ধ পাঠাগার স্থাপন করা ও বুলেটিন, সাময়িকী প্রকাশকরণ।

ঢ) আন্তর্জাতিক আরচ্যারী ফেডারেশন (FITA) এশিয়ান আরচ্যারী ফেডারেশন (AAF), কমনওয়েলথ আরচ্যারী ফেডারেশন (CAF) এবং দক্ষিণ এশিয়ান আরচ্যারী ফেডারেশন (SAAF) প্রভৃতির এফিলিয়েশন গ্রহণ করা এবং ইহাদের নির্বাচনসহ সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালন করা।

ণ) জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানের দুস্থ্য বাংলাদেশী আরচ্যার ও সংগঠকবৃন্দকে যথসাধ্য প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা।

ত) জাতীয় আরচ্যারী স্কোয়াড গঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিভা অন্বেষণ করা এবং উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরচ্যার তৈরী করা।

৬। ফেডারেশনের আওতাধীন সংগঠন ঃ

জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত সংস্থাসমূহ ফেডারেশন সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকিবে ঃ

ক) জেলা ক্রীড়া সংস্থা সমূহ

খ) সার্ভিসেস দল (সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস্, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার)

গ) স্বঃশাসিত সংস্থা সমূহ

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় (পাবলিক) সমূহ

Kazi Rajib Uddin Ahmed Chapol
General Secretary
Bangladesh Archery Association

গ) শিক্ষা বোর্ড সমূহ

ঘ) ক্লাব সমূহ।

৭। ফেডারেশনের গঠন প্রণালী ঃ

৭.১ ফেডারেশনের গঠন প্রণালী হইবে নিম্নরূপ ঃ

ক) সাধারণ পরিষদ

খ) নির্বাহী কমিটি

৭.২ সাধারণ পরিষদ ঃ

৭.২.১ ধারা ৬ উল্লেখিত দল সমূহের ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি (যারা ৭.৩ অনুযায়ী যোগ্য)।

৭.২.২ প্রতিটি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা স্বীয় অধিক্ষেত্রের মধ্য হইতে আরচ্যারী ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি।

২.২.৩ খ্যাতনামা আরচ্যারী ক্রীড়া সংগঠক, প্রাক্তন জাতীয় আরচ্যার এবং আরচ্যারী ক্রীড়ার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্য হইতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি।

৭.২.৪ ফেডারেশনের সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকার বলে)।

৭.২.৫ আরচ্যারী সম্পৃক্ত কোন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থায় যেমন; FITA, AAF, SAAF, CAF এ নিযুক্ত বাংলাদেশী কোন কর্মকর্তা।

৭.২.৬ আরচ্যারী সম্পৃক্ত স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার/একুশে পদক প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/সংগঠক।

৭.২.৭ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের (সমন্বয়কারী সংস্থা থাকলে) ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

৭.২.৮ ফেডারেশনের জাজদের মধ্য হইতে ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

৭.২.৯ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

৭.২.১০ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

৭.২.১১ কিশোর/স্কুল পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দল ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে না।

৭.৩ প্রতিনিধি মনোনয়নের যোগ্যতা ঃ

২ (দুই) নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে যে সকল দল ন্যূনপক্ষে ২ (দুই) বৎসর জাতীয় আরচ্যারী প্রতিযোগিতা/বাংলাদেশ গেমস অথবা জাতীয় আন্তঃক্লাব আরচ্যারী

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সেই সকল দল ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদে কাউন্সিলর মনোনয়নের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন কারণে ফেডারেশন ২ (দুই) বৎসর উল্লেখিত আরচ্যারী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হইলে একটি যে কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে উক্ত দল সমূহ এবং কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত না হইলে বৈধ এফিলিয়েশনধারী সকল দল কাউন্সিলর মনোনয়নের যোগ্য হইবে।

৮। সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিম্নরূপ ঃ

৮১. ফেডারেশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৮.২ প্রতি চার বছর অন্তর এবং ১২ ও ১৯.৬ ধারায় বর্ণিত পরিস্থিতিতে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন।

৮.৩ বার্ষিক সাধারণ সভার পরবর্তী বৎসরের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব এবং সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন বিবেচনা ও অনুমোদন এবং পরবর্তী বৎসরের ক্রীড়াপঞ্জি নীতিগত অনুমোদন।

৮.৪ পরবর্তী বৎসরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও তাহাদের পারিতোষিক নির্ধারণ।

৮.৫ গঠনতন্ত্রের সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনা ও তদবিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৮.৬ গঠনতন্ত্র অনুসারে আনীত অন্য যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৯। সাধারণ পরিষদের মেয়াদ ঃ

সাধারণ পরিষদের মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর হইবে। এই মেয়াদ উত্তীর্ণের ন্যূনপক্ষে ২ (দুই) মাস পূর্বে সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য দল সমূহকে চিঠি ও বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক অবগত করিবেন। এ্যাফিলিয়েটেড দল সমূহ নিজ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এর স্বাক্ষরে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে। এইভাবে গঠিত পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে দল সমূহ কাউন্সিলর পরিবর্তন করিতে পারিবে না। তবে পদত্যাগ, দূরারোগ্য ব্যাধিজনিত কারণে দীর্ঘদিন দায়িত্ব সম্পাদনে অসমর্থতা ও মৃত্যুজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট দলের নির্বাহী কমিটির অথবা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সিদ্ধান্তক্রমে ফেডারেশনের সভাপতি বরাবরে নিজ সংস্থার সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা কাউন্সিলর পরিবর্তন করা যাইবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বা সরকার মনোনীত প্রতিনিধি/সদস্যের ক্ষেত্রে মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ স্বীয় প্রতিনিধি পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

১০। সাধারণ পরিষদের সভা ঃ

প্রতি বৎসর সাধারণ পরিষদের অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভা প্রতি বৎসর ৩১শে জুলাই এর পূর্বে আহ্বান করিতে হইবে। সভায় সাধারণ সম্পাদকের বাৎসরিক প্রতিবেদন, পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পরবর্তী অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেট ও বৎসরের ক্রীড়াপঞ্জি নীতিগত অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে। ন্যূনপক্ষে পনের দিনের নোটিশে বাৎসরিক সাধারণ সভা আহ্বান করিতে হইবে। নোটিশে সভার তারিখ, স্থান, সময় ও আলোচ্যসূচী উল্লেখ থাকিবে। সাধারণ পরিষদ সকল সভায় প্রথমেই আলোচ্যসূচী চূড়ান্ত করিবে।

১১। সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম ঃ

১১.১ মোট সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদের সভার কোরাম হইবে।

১১.২ সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ায় ত্রিশ মিনিটের মধ্যে কোরাম পূর্ণ না হইলে এক ঘন্টার জন্য সভা মূলতবী থাকিবে। উক্ত এক ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পরও কোরাম না হইলে ন্যূনপক্ষে তিন দিনের সভা মূলতবী ঘোষণা করিতে হইবে। দ্বিতীয়বার মূলতবীকৃত সভায় কোরাম না হইলেও পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

১২। সাধারণ পরিষদের তলবী সভা ঃ

সাধারণ পরিষদের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের স্বাক্ষর আলোচ্যসূচী ও কার্যপত্র সহকারে তলবী সভা আহ্বান করা যাইবে। তলবী সভায় নির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবসহ যে কোন বিষয় উপস্থাপন করা যাইবে। অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইলে অনাস্থার কারণ উল্লেখ করিয়া এক-তৃতীয়ায়শ সদস্যের স্বাক্ষরে তলবী সভা আহ্বানের জন্য সভাপতিকে নোটিশ দিতে হইবে। তলবী সভার নোটিশ প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে সভাপতির নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক তলবী সভা আহ্বান করিবেন। সভাপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সভা আহ্বানে ব্যর্থ হইলে বা সভা না ডাকিলে তলবী সভার দাবীতে স্বাক্ষরদানকারী যে কোন একজন সদস্য ঐ সভা ডাকিতে পারিবেন। তলবী সভায় যদি সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ উপস্থিত থাকিয়া ভোটে অংশ নেন সেক্ষেত্রে উপস্থিতিতে সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে আলোচ্যসূচী বিষয়ক প্রস্তাব পাশ হইবে। এইরূপ তলবী সভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলে ঐদিন হইতে কমিটি বিলুপ্ত হইবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এই বিলুপ্তির ঘোষণা প্রজ্ঞাপন মারফত প্রদানের পরই নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চালু হইবে। নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বতন কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও

কোষাধ্যক্ষ [illegible]ায়িক দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন। কিন্তু এই সময়ে তাহারা দৈনন্দিন কাজকর্ম ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না।

১৩। তলবী [illegible]র সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিঃ

সাধারণ পরিষদের তলবী সভায় সাধারণভাবে হাত তুলিয়া ভোট প্রদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে উপস্থিত ন্যূনপক্ষে ৫ জন সদস্য ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবী জানান তাহা হইলে তাৎক্ষণিকভাবে সভাপতি ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করিবেন।

১৪। নির্বাহী কমিটি ঃ

ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হইবে ঃ

ক) সভাপতি	১ (এক) জন (মনোনীত/নির্বাচিত)
খ) সহ-সভাপতি	৪ (চার) জন (নির্বাচিত)
গ) সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন (নির্বাচিত)
ঘ) সহকারী সাধারণ সম্পাদক	২ (দুই) জন (নির্বাচিত)
ঙ) কোষাধ্যক্ষ	১ (এক) জন (নির্বাচিত)
চ) সদস্য	১৬ (ষোল) জন (নির্বাচিত)
ছ) সদস্য	২ (দুই) জন (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)
সর্বমোট	২৭ (সাতাশ) জন

১৫। নির্বাহী কমিটির মেয়াদ ঃ

সাধারণ পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদের জন্য নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে। নির্বাহী কমিটির প্রথম সভার তারিখ হইতে মেয়াদ শুরু হইবে। নির্বাহী কমিটি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ন্যূনপক্ষে ২ (দুই) মাস পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। এই উদ্দেশ্যে নির্বাহী পরিষদ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে দায়িত্ব প্রদান বা নির্বাচনী বোর্ড গঠনসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। নির্বাচনের সরকারী ফলাফল ঘোষণার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পুরাতন কমিটি নির্বাচিত নতুন কমিটিকে দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবে। অন্যথায় ১৬তম দিন নতুন কমিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

Kazi Rajib Uddin Ahmed Chapol
General Secretary
Bangladesh Archery Association

১৬। নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

১৬.১ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনতন্ত্রে বর্ণিত ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শসমূহ বাস্তবায়ন প্রশাসন ব্যবস্থাপনা এবং সকল সম্পত্তি দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

১৬.২ নির্বাহী কমিটি বাংলাদেশে আরচ্যারী খেলার প্রসার, প্রচার ও জনপ্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৬.৩ নির্বাহী কমিটি আরচ্যারদের ক্রীড়া নৈপূণ্য ও উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রকার সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৬.৪ নির্বাহী কমিটি দেশে আরচ্যারী এর মান উন্নয়নের সাথে সাথে আরচ্যারী মাঠসমূহের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকিবে।

১৬.৫ নির্বাহী কমিটি ফেডারেশনের সকল কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বেতন নির্ধারণ বরখাস্ত ও চাকুরী শর্তাবলী প্রণয়ন করিবে।

১৬.৬ নির্বাহী কমিটি নতুন অর্থ বৎসরের জন্য বাজেট প্রণয়ন করতঃ সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করিবে।

১৬.৭ নির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাৎসরিক আরচ্যারী ক্রীড়াপঞ্জি প্রণয়ন করিবে। বিশেষ কোন কারণে অনুমোদিত ক্রীড়াপঞ্জির যে কোন পরিবর্তন ক্ষমতা নির্বাহী কমিটির থাকিবে, তবে এইরূপ পরিবর্তন কারণ সহ সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৬.৮ নির্বাহী কমিটি ক্রীড়াপঞ্জি অনুযায়ী জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আরচ্যারী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমূহ পরিচালনা ও অংশগ্রহণ করিবে।

১৬.৯ নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে যে কোন একটি আরচ্যারী ক্লাবকে আন্তঃক্লাব বা অন্যান্য আরচ্যারী প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করিতে পারিবে।

১৬.১০ নির্বাহী কমিটি যে কোন ব্যাংকে ফেডরেশনের নামে হিসাব খুলিতে এবং সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদক এর মধ্যে যে কোন ২ (দুই) জনের যৌথ স্বাক্ষরে তাহা পরিচালনা করিতে পারিবে। তবে সাধারণভাবে ব্যাংক এ হিসাব পরিচালনায় কোষাধ্যক্ষ এর স্বাক্ষর আবশ্যিকভাবে থাকিতে হইবে।

১৬.১১ যে কোন ব্যাংক বা সরকারী সিকিউরিটিতে অর্থ লগ্নী করিতে পারিবে।

১৬.১২ আরচ্যারী এর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি, অনুমোদিত ক্লাব ও সংস্থাসমূহের মধ্যে নীতিমালা অনুসারে বরাদ্দ করা বা ব্যবহার করিবে।

১৬.১৩ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপ-পরিষদ গঠন করিবে।

১৬.১৪ প্রয়োজনীয় উপ-বিধি প্রণয়ন করিবে।

১৬.১৫ আরচ্যারী এর মান উন্নয়নের স্বার্থে অন্য যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১৬.১৬ ফেডারেশনের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা ও ফি সংগ্রহ করিয়া তহবিল গঠন এবং অর্থ, ইমারত, অন্যান্য সম্পত্তি অনুদান হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৬.১৭ ফেডারেশনের কর্মকান্ডের সুষ্ঠু পরিচালনায় প্রয়োজন বা ব্যবহার হইতে পারে এমন সব দ্রব্যাদি ক্রয় ও ভাড়া বা তৈরী করিতে পারিবে।

১৬.১৮ ফেডারেশনের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে বা কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগিতে পারে বা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার হইতে পারে এমন কোন জমি, ইমারত বা সম্পত্তি বা উহার ব্যবহারিক অধিকার ক্রয়, ইজারা নেওয়া বা অন্য কোনভাবে অধিগ্রহণ, বিনিময় কিংবা বিলি বন্দোবস্ত করিতে পারিবে।

১৬.১৯ নির্বাহী কমিটি আরচ্যারী ক্রীড়ার পরিপন্থী যে কোন কার্যকলাপের জন্য দায়ী দলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ এফিলিয়েশন বাতিল করিতে পারিবে।

১৬.২০ আরচ্যারী ক্রীড়ার সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ফেডারেশনের আর্থিক অথবা সম্মানের ক্ষতি সাধন করিলে তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ তাহাদের আরচ্যারী ক্রীড়ায় অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে। অবাঞ্ছিত ব্যক্তি কোন আরচ্যারী ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ, নিজ দলের প্রতিনিধিত্ব করণসহ আরচ্যারী ক্রীড়া ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকার অধিকার হারাইবেন। অধিকন্তু এই ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফেডারেশনের অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৬.২১ আরচ্যারী ক্রীড়ার কিংবা শৃঙ্খলার পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য কমিটি যে কোন আরচ্যারী এর বিরুদ্ধে স্থায়ী কিংবা সাময়িক বরখাস্ত/বহিষ্কারসহ সকল প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

১৬.২২ আরচ্যারী ক্রীড়ার উন্নয়নের অবদানের জন্য সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে যে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান প্রদান করিতে পারিবে।

১৬.২৩ ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর আবশ্যক থাকিবে হেতু কোন কারণে কোষাধ্যক্ষ দায়িত্ব পালনে অপারগ হইলে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় বিকল্প কোষাধ্যক্ষ হিসাবে একজন নির্বাহী সদস্যকে মনোনয়ন দেওয়া হইবে। ব্যাংক হিসাব সমূহে তাহার স্বাক্ষর সংরক্ষিত থাকিবে। কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে বিকল্প কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি প্রতিবার সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

১৬.২৪ জরুরী প্রয়োজনে উপ-পরিষদের সিদ্ধান্ত সমূহ সভাপতির অনুমোদনান্তে কার্যকর হইবে এবং পরবর্তী নির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপিত হইবে।

১৬.২৫ এফিলিয়েটেড ক্লাবের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন/সংশোধনের ক্ষমতা থাকিবে।

১৭। নির্বাহী কমিটির বৈঠকঃ

১৭.১ নির্বাহী কমিটি কমপক্ষে বৎসরে ৪ (চার) টি বৈঠকে মিলিত হইবে। সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করিয়া নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করিবেন। ৭ (সাত) দিনের নোটিশে এই সভা আহ্বান করা যাইবে। নোটিশে সভার তারিখ, স্থান, সময় ও আলোচ্যসূচী উল্লেখ থাকিবে। মোট সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে। কোন কর্মকর্তা বা সদস্যের পদ খালি থাকিলে সভার কোরাম গণনায় ঐ পদগুলি বাদ রাখিতে হইবে।

১৭.২ কোরাম না হইলে সভার কাজ শুরু করা যাইবে না। কোন সভা শুরু করার পর সভা মূলতবী করা যাইবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত সভা করিতে হইবে। এই ধরণের মূলতবী সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

১৭.৩ ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী আলোচ্যসূচীর জন্য নির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আহ্বান করা যাইবে। মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে উক্ত সভার কোরাম হইবে।

১৭.৪ কোরামের অভাবে কোন সভা অনুষ্ঠিত না হইতে পারিলে ৩ (তিন) দিনের নোটিশে পুনরায় সভা আহ্বান করা যাইবে। এইরূপ আহ্বানকৃত সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না। তবে সাধারণ সম্পাদককে এই ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিকট নোটিশ পৌছানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রমাণ রাখিতে হইবে।

১৭.৫ নির্বাহী কমিটির সভায় কোন বিষয়ে ভোটাভোটি হইলে যদি প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হয় সেই ক্ষেত্রে সভাপতি কাষ্টিং ভোট এর মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করিবেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে তাহা সাধারণ পরিষদের বিশেষ বৈঠকে সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে। সাধারণ পরিষদ উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১৮। এফিলিয়েশন প্রদান/বাতিলঃ

১৮.১ কোন আরচ্যারী দল বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশনের কাছে এফিলিয়েশন চাহিয়া আবেদন করিলে সাধারণ সম্পাদক তাহা নির্বাহী কমিটির বৈঠকে বিবেচনার জন্য উথাপন

১৯। নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ পূরণ ঃ

১৯.১ নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের কার্যকালের মধ্যে কোন পদ শূণ্য হইলে সেই শূণ্য পদ পরবর্তী উপধারা সমূহে বর্ণিত পদ্ধতিতে পূরণ করা হইবে।

১৯.২ কোন কারণে সভাপতির পদ শূণ্য হইলে সরকার কর্তক নতুন সভাপতি নিয়োগ বা নির্বাচিত না করা পর্যন্ত সময়ে সিনিয়র সহ-সভাপতি অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৯.৩ সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদ শূণ্য হইলে নির্বাহী কমিটির সভায় যে কোন সহকারী সাধারণ সম্পাদককে সাধারণ সম্পাদকের এবং যে কোন সহ-সভাপতিকে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা হইবে।

১৯.৪ নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ বাদে অন্য কোন কর্মকর্তার পদ শূণ্য হইলে নির্বাহী কমিটির বৈঠকে প্রয়োজনবোধে নির্বাহী সদস্যগণের মধ্য হইতে কো-অপ্ট করতঃ উক্ত পদ পূরণ করিতে হইবে। নির্বাহী কমিটির সদস্য পদ শূণ্য হইলে সাধারণ পরিষদ সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে একইভাবে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক কো-অপশনের মাধ্যমে শূণ্যস্থান পূরণ করা হইবে। এধরণের সকল ক্ষেত্রে অন্ততঃ ২ (দুই) সপ্তাহের নোটিশে আলোচ্য সূচীতে যথাযথভাবে অন্তর্ভূক্ত করিয়া নির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নিতে হইবে।

১৯.৫ নির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তা বা সদস্য সাধারণ সম্পাদককে লিখিতভাবে অবহিত না করিয়া যদি পর পর ৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন তবে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সদস্য পদ বাতিল করা হইবে। সকল ক্ষেত্রে ২ (দুই) সভায় অনুপস্থিত কর্মকর্তা/সদস্যকে সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক ৩য় সভায় উপস্থিতির জন্য সতর্ক করিয়া লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন। এইরূপ নোটিশ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সভার অন্ততঃ ৭ (সাত) দিন পূর্বে রেজিস্টার্ড হইতে পাঠাইতে হইবে। তৃতীয় সভায় উক্ত সদস্য অনুপস্থিত থাকিলে তদপরবর্তী যে কোন সভায় নির্বাহী কমিটি উক্ত কর্মকর্তা/সদস্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৯.৬ নির্বাহী কমিটির নির্বাচিত কর্মকর্তা ও সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ কোন সময়ে খালি হইলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রয়োজনবোধে কমিটি বাতিল করতঃ সর্বোচ্চ তিন মাসের জন্য এডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। এই সময়ের মধ্যে সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করিয়া নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২০। সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

২০.১ সভাপতি ফেডারেশনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তিনি ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং প্রয়োজনে ফেডারেশনের সকল কাজ কর্মে এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এবং কাজ কর্মে পরামর্শ দিবেন।

২০.২ ফেডারেশনের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভংগের অভিযোগ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিবেন। ফেডারেশনের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করণ ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধের নিশ্চয়তা বিধান করিবেন।

২০.৩ সভাপতি কোন একটি কাজে সর্বোচ্চ ৳ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করার নির্দেশনা দিতে পারিবেন। পরবর্তী নির্বাহী কমিটির সভায় এই অর্থ ব্যয়ের ঘটনাত্তোর অনুমোদন নিতে হইবে।

২১। সহ-সভাপতিঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতি তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতিকে সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন। সিনিয়র সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সহ-সভাপতিদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি সভাপতিত্ব করিবেন। নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার ভিত্তিতে এই জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

২২। সাধারণ সম্পাদক ঃ

২২.১ সাধারণ সম্পাদক ফেডারেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। ফেডারেশনের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও অন্যান্য সকল দৈনন্দিন কাজ-কর্মের তদারকির দায়িত্বে থাকিবে। ফেডারেশনের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনে তিনি যে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন। নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি স্বীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

২২.২ তিনি কোষাধ্যক্ষ এর সাথে যুক্তভাবে ফেডারেশনের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন। সাধারণ সম্পাদকের আর্থিক ক্ষমতা সর্বোচ্চ ৳ ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা থাকিবে। তবে পরবর্তী নির্বাহী কমিটির সভায় তাহা অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। আবর্তক ব্যয় ব্যতীত এর অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইলে নির্বাহী কমিটির পূর্ব অনুমোদন লাগিবে। কোন প্রশিক্ষণ শিবির, বা প্রতিযোগিতার আয়োজন কিংবা বিদেশে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

Kazi Rajib Uddin Ahmed Chapol
General Secretary
Bangladesh Archery Association

২২.৩ ফেডারেশনের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক যে কোন ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করিবেন। নির্বাহী কমিটির পক্ষে কমিটির পূর্ব অনুমোদিত যে কোন চুক্তি, ইজারা ও ক্রয় দলিল ইত্যাদিতে তিনি স্বাক্ষর দান করিবেন। ফেডারেশনের কাজকর্মের ব্যাপারে নির্বাহী কমিটির নিকট তাহার জবাবদিহিতা থাকিবে।

২৩। সহকারী সাধারণ সম্পাদক ঃ

সহকারী সাধারণ সম্পাদকদ্বয় সাধারণ সম্পাদকের দৈনন্দিন কাজকর্মে তাহাকে সহায়তা দিবেন এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে কমিটি সহকারী সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে ১ (এক) জনকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করিবে।

২৪। কোষাধ্যক্ষ ঃ

২৪.১ কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সম্পাদকের সহযোগিতায় ফেডারেশনের আয় ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং আয় ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্বাহী কমিটিকে পরামর্শ দিবেন। লেনদেনের ব্যাপারে কোন অনিয়ম যেন না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদের সভায় ফেডারেশনের বাজেট অডিট রির্পোট ও আর্থিক বিষয়ক প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন।

২৪.২ আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সকল দলিল ও কাগজপত্রে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর থাকিবে। তিনি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সহিত পরামর্শ করিয়া বাৎসরিক বাজেট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করিবেন। ফেডারেশনের লেনদেন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে নির্বাহী কমিটির কাছে তাহার জবাবদিহিতা থাকিবে।

২৫। পদত্যাগ ঃ

নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য বা কর্মকর্তা সভাপতিকে সম্বোধন করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। সভাপতি পদত্যাগ করিতে চাহিলে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সম্বোধন করিয়াা পদত্যাগ পত্র পেশ করিবেন এবং ফেডারেশনকে অবহিত করিবেন।

২৬। ফেডারেশনের নির্বাচন ঃ

ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ন্যূনপক্ষে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে নির্বাহী কমিটি খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন পূর্বক সকল এফিলিয়েটেড ক্লাব ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে তাহা সরবরাহ করিবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন আপীল কমিশন

গঠন করিবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য (১) খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ (২) আপত্তি গ্রহণ ও শুনানী (৩) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ সহ নির্বাচন বিধিমালা প্রণয়ন পূর্বক নির্বাচনের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া নির্বাচন সম্পন্ন করিবে। নির্বাচনী তফশীল ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র যাহাই বর্ণিত থাকুক, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভা দ্বারাও ভোটারদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে আহ্বান পূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিতে পারিবে।

২৭। গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ

২৭.১ ফেডারেশন কর্তৃক ঃ

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, উপ-ধারা বা কোন বিধি সংশোধন করিতে হইলে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা ডাকিতে হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনী ২১ (একুশ) দিন আগে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভার নোটিশের সঙ্গে সদস্যদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। মোট সদস্যদের ৫০% (অর্ধেক) এর বেশী সদস্যের উপস্থিতি এবং উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সংশোধনী পাশ করা যাইবে।

২৭.২ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক ঃ

২৭.২.১ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এই গঠনতন্ত্র এবং এর যে কোন ধারা বা উপ-ধারা সংশোধন/বাতিলের কর্তৃত্ব থাকিবে।

২৭.২.২ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এ ফেডারেশনকে ক্রীড়ার স্বার্থে যে কোন নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং এ ধরনের নির্দেশ অবশ্যই প্রতিপালনীয়।

২৮। গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ঃ

২৮.১ গঠনতন্ত্রের কোন ধারা, উপ-ধারা বা বিধির ব্যাখ্যা নিয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভা পর্যন্ত নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সাধারণ পরিষদ পরবর্তী বৈঠকে এই ব্যাখ্যা পরিবর্তন করিলে পরিবর্তিত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত হইবে। তবে এই ধরনের পরিবর্তনের কারণে নির্বাহী কমিটি ব্যাখ্যা অনুসারে ইতোমধ্যে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা সম্পাদিত কোন কাজ অবৈধ বা বিধি বহির্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে না যদিও তাহা ব্যাখ্যার আলোকে যে কোন অসঙ্গতি ভবিষ্যতের জন্য সংশোধন করিতে হইবে।

২৮.২ এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর বা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮.৩ অকার্যকর ও বাতিল গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত সংবিধানুগ সকল কার্যাদি, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

----ঃ ০০০ ঃ----

Kazi Rajib Uddin Ahmed Chapol
General Secretary
Bangladesh Archery Association